হিব্রুদের কাছে পত্র

ঈশ্বরের পুত্রের মাহাত্ম্য

১ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, ২
শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে এক পুত্রেই কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর
উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন। ৩ এই পুত্র, যিনি তাঁর
গৌরবের প্রভা ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন, এবং নিজের পরাক্রান্ত বচনে বিশ্বচরাচর ধারণ করে
আছেন, তিনি সমস্ত পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করার পর ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন
নিয়েছেন; ৪ বস্তুত তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় তত মহান হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নামের তুলনায় যত
মহান সেই নাম, যা তিনি উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছেন।

ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গদূতদের চেয়ে অনেক মহান

৫ কারণ ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকেই বা কখনও বললেন,

তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম?

কিংবা:

তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র?

৬ আবার, যখন তিনি সেই প্রথমজাতককে বিশ্বজগতে আনেন, তখন বলেন,

ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর চরণে প্রণিপাত করুন।

৭ স্বর্গদূতদের তিনি বলেন:

আপন দূতদের তিনি বায়ুর মত করে তোলেন,
আপন সেবকদের করে তোলেন অগ্নিশিখার মত।

৮ কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন,

হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

আরও বলেন,

তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।

৯ *তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর,*
এজন্য পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সাথীদের চেয়ে
তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করেছেন।

১০ তিনি আরও বলেন,

আদিতে তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে,
আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ।

১১ *সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু নিত্যস্থায়ী;*
সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত;

১২ *সেগুলি তুমি একটা আলোয়ানের মত গুটিয়ে নেবে,*

হ্যাঁ, একটা পোশাকের মত,
তখন সেগুলি বদলে নেওয়া হবে;
তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক,
তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি হবে না।

১৩ কিন্তু তিনি স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে কখনও বলেছেন:

তুমি আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ?

১৪ সেই স্বর্গদূতেরা সকলে কি সেবায় নিযুক্ত আত্মা নন? পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী যাদের হওয়ার কথা, তাঁরা কি তাদের খাতিরে সেবা করতে প্রেরিত নন?

ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করার জন্য আবেদন

২এজন্য, আমরা যা কিছু শুনেছি, তাতে অধিক আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া উচিত, পাছে
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভেসে চলে যাই। ২ কেননা স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে ঘোষিত বাণী যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিতই
ছিল, ও যে কেউ যে কোন প্রকারে তা লঙ্ঘন করল বা তার প্রতি অবাধ্য হল সে যোগ্য প্রতিফল
পেল, ৩ তখন এমন মহাপরিত্রাণ অবহেলা করলে আমরা কেমন করে রেহাই পাব? প্রভু নিজেই তো
প্রথমে সেই বাণী ঘোষণা করেছিলেন, এবং যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁরা যখন আমাদের মাঝে তা
সুনিশ্চিত বলে জানাচ্ছিলেন, ৪ তখন ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম
সাধন করতে করতে ও পবিত্র আত্মার দানগুলি তাঁর ইচ্ছামত বিতরণ করতে করতে তাঁদের
সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন।

মানুষদের সঙ্গে খ্রীষ্টের সম্পর্ক

৫ আসলে, আমরা যে আসন্ন জগতের কথা বলছি, তা তিনি স্বর্গদূতদের অধীন করেননি; ৬
এমনকি কোন এক পদে কে যেন সাক্ষ্য দিলেন যে,

মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ,
কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও?

৭ *অল্পক্ষণের মত তাকে দূতদের চেয়ে নিচু করেছ তুমি,*
তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট:

৮ *সবকিছু তার পদতলে অধীনস্থ করেছ।*

কেননা সবকিছু তার অধীন করায় তিনি বাকি এমন কিছু রাখেননি, যা তার অধীন নয়; তথাপি
আমরা আপাতত এমনটি দেখতে পাচ্ছি না যে, সবকিছু তার অধীন। ৯ কিন্তু যাঁকে অল্পক্ষণের মত
দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে, আমরা দেখছি যে, সেই যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন
গৌরব ও মহিমার মুকুটে পরিবৃত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যই
মৃত্যুকে আস্বাদ করেন।

১০ যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন
গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের
সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন। ১১ কারণ যিনি
পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি

তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না ; ১২ তিনি বলেন :

আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,
তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।

১৩ আরও :

আমি তাঁর উপরে ভরসা রাখব ;

আরও :

এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন।

১৪ যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই
রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ
সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, ১৫ এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন
ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন। ১৬ আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে
নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন। ১৭ এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত
হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে
দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন। ১৮ বাস্তবিক তিনি নিজে পরীক্ষিত
হয়েছেন ও দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন বিধায়ই, যারা এখন পরীক্ষিত, তাদের তিনি সাহায্য করতে
সক্ষম।

মোশীর সঙ্গে যীশুর তুলনা

৩এজন্য, হে পবিত্র ভাইয়েরা, তোমরা যারা স্বর্গীয় এক আহ্বানেরই অংশীদার, আমাদের
বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজকের প্রতি, সেই যীশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ ; ২ তাঁকে যিনি
নিযুক্ত করেছেন, তাঁর কাছে তিনি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, মোশীও যেমন *তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে*
বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন। ৩ তবে নির্মাতা যেমন গৃহের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী, তেমনি তিনিও
মোশীর চেয়ে বেশি গৌরব পাবার যোগ্য ; ৪ কেননা প্রতিটি গৃহের একজন না একজন নির্মাতা
থাকে, কিন্তু যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। ৫ মোশী আসলে *তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে*
সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, পরবর্তীকালে যা কিছু ঘোষিত হওয়ার কথা, যেন সেই বিষয়ে
সাক্ষ্যদান করেন ; ৬ কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য ; আর আমরা, এই
আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ—অবশ্য যদি আমাদের গর্বের বস্তু সেই প্রত্যাশা সৎসাহসের সঙ্গে
আঁকড়ে ধরে থাকি।

বিশ্বাস গুণেই ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ

৭ এজন্য, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন :

তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন,

৮ *তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে,*
মরুদেশে সেই যাচাইয়ের দিনে ;

৯ *সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমায় যাচাই করল,*
চল্লিশ বছর ধরে আমার কাজ দেখেও আমায় পরীক্ষা করল।

১০ *তাই আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে,*

শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয়ের মানুষ,
তারা জানে না আমার কোন পথ।

১১ *তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম,*
তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।

১২ ভাই, দেখ, পাছে তোমাদের কারও মধ্যে এমন অবিশ্বাসী অসৎ হৃদয় থাকে যা জীবনময় ঈশ্বর
থেকে সরে পড়ে; ১৩ বরং দিনের পর দিন—সেই 'আজ' কথাটা যতদিন ঘোষিত, ততদিন—
তোমরা একে অপরকে উদ্দীপিত করে তোল, যেন পাপের প্রতারণা দ্বারা তোমাদের মধ্যে কেউই
কঠিন হয়ে না ওঠে; ১৪ আমরা তো খ্রীষ্টের সহভাগী হয়ে উঠেছি—অবশ্য যদি আমাদের আদি
ভরসা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় করে রাখি। ১৫ সুতরাং, যখন বলা হয়, তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন,
তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে, ১৬ তখন যারা শুনে বিদ্রোহ
করেছিল, তারা আসলে কারা? তারা সেই লোক নয় কি, মোশীর চালনায় যারা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে
গেছিল? ১৭ আরও, কাদের প্রতিই বা তিনি চল্লিশ বছর ধরে অতিষ্ঠ ছিলেন? তাদের প্রতি নয় কি,
যারা পাপ করেছিল, যাদের মৃতদেহ প্রান্তরে পড়ে থেকেছিল? ১৮ কাদের কাছেই বা তিনি শপথ
করেছিলেন, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না? তাদের কাছে নয় কি, যারা অবিশ্বাসী
হয়েছিল? ১৯ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অবিশ্বাসের কারণেই তাদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব
হল না।

৪সুতরাং আমাদের মনে এমন ভয় থাকা উচিত, যেন তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতিটা বলবৎ
থাকলেও আমাদের মধ্যে কেউ বঞ্চিত বলে সাব্যস্ত না হয়; ২ কেননা শুভসংবাদ তাদের কাছে
যেমন, তেমনি আমাদেরও কাছে জানানো হয়েছে; কিন্তু তারা যে বাণী শুনেছিল, তাতে তাদের
কোন উপকারই হল না, যেহেতু যারা বিশ্বাসেরই সঙ্গে শুনেছিল, তেমন শ্রোতাদের সঙ্গে তারা
সংযুক্ত থাকেনি। ৩ কেননা আমরা যারা বিশ্বাস করেছি, এই আমরাই সেই *বিশ্রামে প্রবেশ* করছি,
যার কথা এই বচনে ব্যক্ত, *তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে*
না। তাঁর সমস্ত কাজ অবশ্য জগৎপত্তনের সময় থেকেই সমাপ্ত ছিল; ৪ শাস্ত্র কোন এক পদে সেই
সপ্তম দিনের বিষয়ে একথা বলে, *এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন।* ৫
আবার উপরের পদটি বলে, *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।* ৬ তাই যেহেতু এই অবস্থা
দাঁড়াচ্ছে যে, এখনও কয়েকজন মানুষের সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার কথা আছে, এবং শুভসংবাদ
যাদের কাছে আগে জানানো হয়েছিল, তারা অবাধ্যতার দরুন প্রবেশ করতে পারেনি, ৭ সেজন্য
তিনি আর একটা দিন, একটা 'আজ' নিরূপণ করে বহু দিন পরে দাউদের মধ্য দিয়ে সেই কথা
বললেন, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে: *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন*
করো না। ৮ যোশুয়াই যদি তাদের সেই বিশ্রামে চালনা করতেন, তবে পরবর্তীকালে ঈশ্বর অন্য
একটা দিনের কথা বলতেন না। ৯ তাই ঈশ্বরের জনগণের জন্য নিরূপিত একটা বিশ্রামকাল এখনও
বাকি রয়েছে, ১০ কেননা তাঁর বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম
নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

১১ সুতরাং এসো, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, যেন কেউ সেই একই
ধরনের অবাধ্যতায় পতিত না হয়; ১২ কেননা ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর; যে কোন দুধারী
খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে
পৌঁছয়, এবং হৃদয়ের বাসনা ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিচার করে। ১৩ তাঁর সামনে থেকে কোন সৃষ্টবস্তু
অগোচর নয়; তার দৃষ্টিতে সবই নগ্ন ও অনাবৃত; আর তাঁরই কাছে আমাদের হিসাব দিতে হয়।

মহাযাজক খ্রীষ্ট

১৪ সুতরাং, যেহেতু আমরা এক পরম মহাযাজককে পেয়েছি যিনি আকাশমণ্ডল অতিক্রম করেছেন
—সেই ঈশ্বরপুত্র যীশু—সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত
থাকি। ১৫ কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাইনি, যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে
অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন। ১৬ সুতরাং এসো,
সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের
দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।
৫মানুষের মধ্য থেকে নেওয়া প্রতিটি মহাযাজককে মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক
স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন: ২ যারা অজ্ঞ ও
পথভ্রান্ত, তিনি তাদের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি দেখাতে সক্ষম, কারণ তিনি নিজেও দুর্বলতায়
পরিবেষ্টিত; ৩ আর সেই দুর্বলতার কারণে তাঁকে যেমন জনগণের জন্য, তেমনি নিজেরও জন্য
পাপের ব্যাপারে বলি উৎসর্গ করতে হয়।
৪ কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়,
যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন। ৫ তেমনি খ্রীষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর
আরোপ করেননি, কিন্তু যিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম
দিলাম,* ৬ [তিনিই তা তাঁকে দিলেন] যেমন আর একটা সামসঙ্গীতে তিনি বলেন, *মেল্কিসেদেকের
রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।* ৭ সেই খ্রীষ্ট তাঁর পার্থিব জীবনকালে, একটা তীব্র
আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ ক'রে যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ
করতে সক্ষম, ও তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়ে, ৮ পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে
বাধ্যতা শিখেছিলেন, ৯ এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের
সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন, ১০ যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই তিনি *মেল্কিসেদেকের
রীতি অনুসারে* মহাযাজক বলে অভিহিত হলেন।

খ্রীষ্টীয় জীবন ও অধ্যাত্ম সাধনা

১১ এবিষয়ে আমাদের বলার অনেক কথা আছে, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ তোমরা
বুঝতে ধীর হয়েছ। ১২ আসলে এতদিনে তোমাদের শিক্ষাগুরুই হয়ে ওঠা উচিত ছিল, অথচ
তোমাদের পক্ষে এখনও প্রয়োজন রয়েছে, কেউ ঐশবচনের প্রাথমিক কথাগুলো তোমাদের নতুন
করে শেখাবে; তোমরা এমন পর্যায়ে পিছিয়ে গেছ যে, তোমাদের দুধই প্রয়োজন, গুরুপাক খাদ্য
নয়। ১৩ সত্যি, শুধু দুধ যার খাদ্য, এখনও শিশু হওয়ায় ধর্মময়তার তত্ত্বকথা হজম করা তার পক্ষে
সম্ভব নয়। ১৪ কিন্তু গুরুপাক খাদ্য সিদ্ধতাপ্রাপ্ত মানুষের জন্য, সাধনার ফলে যাদের মন
মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে অভ্যস্ত।
৬সুতরাং এসো, খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা পাশে রেখে আমরা সিদ্ধতর কথার দিকে এগিয়ে
যাই; অর্থাৎ পুনরায় সেই ভিত্তি আর স্থাপন করব না, যথা মৃত কাজকর্মকে অস্বীকার, ঈশ্বরের
উপরে বিশ্বাস স্থাপন, ২ নানা দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতদের পুনরুত্থান, ও অনন্তকালীন
বিচার। ৩ ঈশ্বর সম্মতি দিলে আমরা তা-ই করতে অভিপ্রেত।
৪ বস্তুতপক্ষে, যারা একবার আলোপ্রাপ্ত হয়েছে, স্বর্গীয় দানের স্বাদ পেয়েছে, পবিত্র আত্মার
অংশভাগী হয়েছে, ৫ এবং ঈশ্বরের মঙ্গলবাণীর ও আসন্ন যুগের নানা পরাক্রমের স্বাদ পেয়েছে, ৬
আর তা সত্ত্বেও সরে পড়েছে, মনপরিবর্তনের দিকে চালিত ক'রে তাদের দ্বিতীয়বারের মত নবীকৃত
করা সম্ভব নয়, কেননা তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরপুত্রকে আবার ক্রুশে দিচ্ছে ও তাঁকে

সকলের নিন্দার বস্তু করছে। ৭ যে মাটি ঘন ঘন নেমে-আসা বৃষ্টির জল পান করে ও যারা তা চাষ
করেছে তাদের জন্য উপযুক্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, সেই মাটি ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র হয়; ৮ কিন্তু
তা যদি কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে, তাহলে তা মূল্যহীন, ও অভিশাপের পাত্র হওয়ার
কাছাকাছি হয়ে আসছে: আগুনে পুড়ে যাওয়াই তার শেষ পরিণাম!

৯ কিন্তু, প্রিয়জনেরা, আমরা যদিও এই ধরনের কথা বলি, তবু তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত
যে, তোমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল ও পরিত্রাণের দিকে চলছে; ১০ কেননা ঈশ্বর অন্যায্য নন,
তাই তোমাদের কাজকর্ম, এবং তোমরা পবিত্রজনদের যে সেবা করেছ ও করছ, তার মধ্য দিয়ে
তাঁর নামের প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছ, এই সমস্ত কিছু তিনি ভুলে যাবেন না। ১১ আমাদের বাসনা
শুধু এই, যেন তোমরা প্রত্যেকে একই আগ্রহ দেখাও যাতে তোমাদের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা
লাভ করে, ১২ আরও, তোমরা যেন শিথিল না হও, বরং যারা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সমস্ত
প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, তাদের অনুকারী হও।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে স্থাপিত আমাদের প্রত্যাশা

১৩ আসলে যখন ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন নিজের চেয়ে মহত্তর কারও
দিব্যি দিয়ে শপথ করতে না পারায় *নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন,* ১৪ তিনি বললেন, *আমি
শত আশিসে তোমাকে ধন্য করব, এবং তোমার বংশের বিপুল বৃদ্ধি ঘটাব।* ১৫ আর তাই তিনি
নিষ্ঠতা দেখালেন বিধায় প্রতিশ্রুতির ফল দেখতে পেলেন। ১৬ মানুষ তো নিজের চেয়ে মহত্তর কারও
দিব্যি দিয়েই শপথ করে, এবং মানবসমাজে শপথটা এমন বিষয়, যা নিজেদের মধ্যে যত বিবাদের
সমাপ্তি ঘটায়। ১৭ একই প্রকারে, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে নিজের সিদ্ধান্তের
অপরিবর্তনীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার ইচ্ছায় একটা শপথ উপস্থাপন করলেন; ১৮ তিনি
চেয়েছিলেন, তাঁর এই দুই অপরিবর্তনীয় উক্তি, যার মধ্যে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, সেই দুই
উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা—যারা আশ্রয় পাবার জন্য তাঁর কাছে পালিয়েছি—যেন যে প্রত্যাশা
আমাদের সামনে ফেলা হচ্ছিল, তা আঁকড়ে ধরার জন্য প্রবল উৎসাহ পেতে পারি। ১৯ এই
প্রত্যাশায়ই আমরা কেমন যেন প্রাণের অটল ও দৃঢ় একটা নঙর পাচ্ছি যা [পবিত্রধামের] পরদার
ভিতরে পর্যন্ত যায়, ২০ যেখানে *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক হবার পর* যীশু আমাদের
হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন—চিরকালের মত।

মেল্কিসেদেক

৭*সালেম-রাজ ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক* এই মেল্কিসেদেক, যিনি, *আব্রাহাম যখন রাজাদের
সংহার করার পর ফিরে আসছিলেন, তখন পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন ও তাঁকে
আশীর্বাদ করলেন,* ২ এবং যাঁকে *আব্রাহাম সবকিছুর দশমাংশ* দিলেন, —যিনি, তাঁর নামের অর্থ
অনুবাদ করলে, প্রথমে 'ধর্মরাজ', এবং পরে *সালেম-রাজ* অর্থাৎ 'শান্তিরাজ' বলে অভিহিত, ৩ যাঁর
পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকাও নেই, যেহেতু তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও
নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে উন্নীত হলেন, সেজন্য সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন।

৪ বিবেচনা করে দেখ তিনি কেমন মহান, যাঁকে কুলপতি আব্রাহামও লুটের মালের দশমাংশ
দিয়েছিলেন। ৫ লেবি-সন্তানদের মধ্যে যারা যাজকত্ব বরণ করে, তারাও বিধান অনুসারে জনগণের
কাছ থেকে, অর্থাৎ নিজেদের ভাইদের কাছ থেকে দশমাংশ আদায় করার আদেশ পেয়েছে, যদিও
তাদের সেই ভাইয়েরাও আব্রাহামের বংশধর। ৬ অথচ তাদের বংশের মানুষ না হয়েও ইনি
আব্রাহামের কাছ থেকে দশমাংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁকেই আশীর্বাদ করেছিলেন, যিনি
প্রতিশ্রুতিগুলির বাহক। ৭ এখন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে বড়, সে-ই ছোটজনকে আশীর্বাদ

করে থাকে। ৮ আরও, এখানে, যারা দশমাংশ পায়, তারা মরণশীল মানুষ, কিন্তু সেখানে, আমাদের
এমন একজন আছেন, যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া আছে যে, তিনি জীবিত আছেন। ৯ এমনকি, বলতে
গেলে, সেই লেবি—যিনি দশমাংশ পান—তিনিও আব্রাহামের মধ্য দিয়ে নিজের দশমাংশ
দিয়েছেন, ১০ কারণ যখন *মেল্কিসেদেক তাঁর পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন*, লেবি
তখনও পিতৃপুরুষের দেহে একপ্রকারে উপস্থিত ছিলেন।

লেবীয় যাজকত্ব ও মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে যাজকত্ব

১১ সুতরাং সিদ্ধীকরণ যদি লেবীয় যাজকত্বের মধ্য দিয়েই হত—সেই যাজকত্বের অধীনেই তো
জনগণ বিধান পেয়েছিল—তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে, *মেল্কিসেদেকের রীতির* ভিন্ন ধরনের
এক যাজকের উদ্ভব হবে ও তাঁকে আরোনেরই রীতি অনুসারে যাজক বলে অভিহিত করা হবে না?
১২ আসলে যদি যাজকত্বের পরিবর্তন ঘটে, তবে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটে, ব্যাপারটা আবশ্যক। ১৩
এখন, যাঁর বিষয়ে এই সমস্ত কথা বলা হয়, তিনি তো অন্য গোষ্ঠীর মানুষ, আর সেই গোষ্ঠীর মধ্যে
কেউই কখনও যজ্ঞবেদিতে সেবাকাজ পালন করেনি। ১৪ আর আমাদের প্রভু যে যুদার মধ্য থেকেই
উদ্গত, তা জানা কথা; মোশীও সেই গোষ্ঠীকে লক্ষ করে যাজকত্বের বিষয়ে কিছুই বলেননি। ১৫
ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যদি *মেল্কিসেদেকেরই সাদৃশ্য অনুসারে* আর এক যাজকের
উদ্ভব হয়, ১৬ যিনি দেহগত জন্ম ভিত্তিক কোন বিধি-নিয়ম গুণে নয়, অবিনশ্বর জীবনের পরাক্রম
গুণেই যাজক; ১৭ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য রয়েছে: *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে
চিরকালের মত যাজক।*

১৮ তাহলে এক দিকে আগেকার বিধি দুর্বল ও অক্ষম হওয়ায় বাতিল করা হচ্ছে—১৯ বিধান তো
কিছুরই সিদ্ধতা সাধন করেনি!—অপর দিকে শ্রেয়তর এমন এক প্রত্যাশা অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে,
যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাই।

২০ উপরন্তু, তেমন কিছু বিনা শপথে ঘটেনি। তারাই তো বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল, ২১ কিন্তু ইনি
শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন, *প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা
করবেন না—তুমি চিরকালের মত যাজক।* ২২ এজন্য খ্রীষ্ট শ্রেয়তর এক সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ
হলেন।

২৩ তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল
না। ২৪ কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। ২৫ এজন্য যারা
তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা
তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

২৬ সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ,
নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের ঊর্ধ্বেই উন্নীত। ২৭ অন্যান্য মহাযাজকদের মত
প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য
বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই
সম্পন্ন করলেন। ২৮ বিধান যজন-পদে তেমন মানুষ নিযুক্ত করে যারা দুর্বলতাগ্রস্ত; অপরদিকে
বিধানের পরে উচ্চারিত সেই শপথের বাণী একজনকে নিযুক্ত করে যিনি পুত্র, যাঁকে 'চিরকালের
মত' নিজ সিদ্ধতায় চালনা করা হয়েছে।

নব যাজকত্ব ও নব পবিত্রধাম

৮আমাদের বক্তব্যের মুখ্য বিষয়-বস্তু এই, আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে
ঐশমহিমার সিংহাসনের *ডান পাশে আসন নিয়েছেন:* ২ তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবক

—যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়। ৩ প্রতিটি মহাযাজক অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ
করতেই নিযুক্ত হন, তাই এঁরও পক্ষে এ আবশ্যক যে, উৎসর্গ করার মত তাঁর কিছু থাকবে। ৪ ইনি
যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তবে যাজক হতেনই না, কারণ বিধান অনুসারে অর্ঘ্য উৎসর্গ করার মত
লোক আছে। ৫ এরা কিন্তু তেমন উপাসনার কাজ করে যা স্বর্গীয় বিষয়ের প্রাথমিক নকশা—সেই
আদেশ অনুসারে যা মোশী পেয়েছিলেন যখন তাঁবু নির্মাণ করতে যাচ্ছিলেন; ঈশ্বর বলেছিলেন,
দেখ, সবকিছু কর সেই নমুনা অনুসারে, যা পর্বতে তোমাকে দেখানো হয়েছে। ৬ কিন্তু এখন তিনি
যে উপাসনা-কর্মের ভার পেয়েছেন, তা ততই মহত্তর, যত শ্রেয়তর সেই সন্ধি তিনি নিজে যার
মধ্যস্থ হয়ে উঠেছেন, যেহেতু সেই সন্ধি শ্রেয়তর প্রতিশ্রুতিগুলোর উপরেই স্থাপিত।

খ্রীষ্ট নতুন এক সন্ধির মধ্যস্থ

৭ আসলে, প্রথম সন্ধি যদি নিখুঁত হত, তবে তার স্থানে দ্বিতীয় এক সন্ধি স্থাপন করার প্রশ্নও
উঠত না। ৮ বাস্তবিক ঈশ্বর তাঁর জনগণকে দোষী করে বলেন :

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—একথা বলছেন প্রভু—
যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে
এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব ;

৯ *মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য*
যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম,
তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম,
এই সন্ধি সেই অনুসারে নয় ;
তারা তো আমার সেই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত থাকল না,
তখন আমিও তাদের অবহেলা করলাম—একথা বলছেন প্রভু।

১০ *কিন্তু এটি হবে সেই সন্ধি*
যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব
—একথা বলছেন প্রভু :
আমি আমার বিধিবিধান তাদের মনের মধ্যে রাখব,
তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব।
তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর
আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

১১ *'প্রভুকে জান!' একথা ব'লে*
আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া
আর কারও প্রয়োজন হবে না,
কারণ ছোট-বড় সকলেই তারা আমাকে জানবে।

১২ *কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব,*
তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না।

১৩ 'নতুন' বলায় তিনি প্রথমটা পুরাতন বলে ঘোষণা করেছেন; আর যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ
হচ্ছে, তা শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে।

স্বর্গীয় পবিত্রধামে খ্রীষ্টের প্রবেশ

৯অতএব, সেই প্রথম সন্ধিরও ছিল উপাসনার নানা নিয়ম-বিধি ও একটা পবিত্রধাম, যা ছিল
পার্থিব; ২ আসলে একটা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল: সেই প্রথমটা, যার মধ্যে সেই দীপাধার, সেই
মেজ ও সেই ভোগ-রুটি ছিল; এটার নাম ছিল পবিত্রস্থান। ৩ আর দ্বিতীয় পরদার পিছনে আর
একটা তাঁবু ছিল, যার নাম পরম পবিত্রস্থান; ৪ সেখানে ছিল সোনার ধূপবেদি ও চারদিকে সোনায়
মোড়া সেই সন্ধি-মঞ্জুষা, যার মধ্যে আবার রাখা ছিল মান্নায় ভরা একটা সোনার বয়েম, আরোনের
সেই যষ্টি যা পল্লবিত হয়েছিল, ও সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো; ৫ এবং মঞ্জুষার উপরে গৌরবের
সেই খেরুব-মূর্তি দু'টো বসানো ছিল, যা প্রায়শ্চিত্তাসনটা ঢেকে রাখছিল। এই সবকিছুর বিস্তারিত
বর্ণনা দেওয়া এখন তত প্রয়োজন নেই।

৬ তেমন ব্যবস্থা অনুসারে, যাজকেরা নিজেদের উপাসনা-কর্ম পালন করার জন্য সেই প্রথম
তাঁবুতে নিত্যই প্রবেশ করে থাকে; ৭ কিন্তু দ্বিতীয়টার ভিতরে কেবল মহাযাজকই প্রবেশ করেন,
বছরে একবার মাত্র, এবং রক্ত সঙ্গে না নিয়ে প্রবেশ করেন না: তা তিনি নিজের জন্য ও জনগণের
অজ্ঞতাজনিত পাপের জন্য উৎসর্গ করেন। ৮ এভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে,
যতদিন সেই প্রথম তাঁবু দাঁড়িয়ে ছিল, ততদিন পবিত্রধামে যাবার পথ জ্ঞাত করা হয়নি; ৯ তা হল
এই বর্তমান কালের জন্য একটা প্রতীক: সেই অনুসারে এমন অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করা হয়, যা
উপাসককে—তার নিজের বিবেকে—সিদ্ধতায় চালিত করতে অক্ষম: ১০ সেইসব কিছু কেবল
খাদ্য, পানীয় ও নানা শুদ্ধি-প্রক্ষালন সম্বন্ধে এমন মানবীয় নিয়ম-বিধি মাত্র, যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কাল
পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা।

খ্রীষ্টের আত্মবলিদান

১১ কিন্তু খ্রীষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির
মধ্য দিয়ে—যা মানুষের হাতে গড়া নয়, অর্থাৎ যা এই পার্থিব সৃষ্টির অঙ্গ নয়—১২ ছাগ বা বাছুরের
রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে
প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন। ১৩ কেননা ছাগ ও ষাঁড়ের রক্ত
কিংবা বকনা বাছুরের দেহভস্ম যদি কলুষিতদের উপরে ছিটানো হলে দেহের শুচিতার জন্য
পবিত্রতা এনে দেয়, ১৪ তাহলে যিনি সনাতন আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক
রূপে উৎসর্গ করেছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত
বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

১৫ এজন্যই তিনি এক নতুন সন্ধি-ইচ্ছাপত্রের মধ্যস্থ, যেন, প্রথম সন্ধিকালে সাধিত যত অপরাধ
থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বিধায়, যারা আহূত হয়েছে, তারা এখন প্রতিশ্রুত সেই
অনন্তকালীন উত্তরাধিকার গ্রহণ করে নিতে পারে। ১৬ কেননা যেখানে ইচ্ছাপত্র থাকে, সেখানে
ইচ্ছাপত্র যে লিখেছে তার মৃত্যু প্রমাণিত হওয়া চাই, ১৭ কারণ মৃত্যু হলেই ইচ্ছাপত্র কার্যকর হয়,
আর ইচ্ছাপত্র যে লিখেছে, যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন ইচ্ছাপত্র বহাল হয় না।

১৮ এইজন্য সেই প্রথম সন্ধিও বিনা রক্তে প্রবর্তিত হয়নি; ১৯ বাস্তবিক সেদিন বিধান অনুসারে
প্রতিটি আজ্ঞা গোটা জনগণের কাছে ঘোষণা করার পর মোশী বাছুর ও ছাগের রক্তের সঙ্গে জল,
উজ্জ্বল-লাল পশম আর হিসোপ হাতে নিয়ে সেই রক্ত পুস্তকটির উপর ও গোটা জনগণের উপর
ছিটিয়ে দিলেন, ২০ তা করতে করতে তিনি বললেন, *এ সেই সন্ধির রক্ত, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের
জন্য জারি করলেন।* ২১ তেমনি ভাবে তিনি তাঁবুর উপরে ও উপাসনার সমস্ত জিনিসপত্রের উপরেও
সেই রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। ২২ কেননা বিধান অনুসারে প্রায় সবকিছুই রক্তের স্পর্শে শুদ্ধ করা হয়,

এবং রক্ত না ঝরালে পাপমোচন হয় না।
২৩ সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির প্রতিচ্ছবির পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে; কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে। ২৪ আর আসলে খ্রীষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি—এ তো প্রকৃত পবিত্রধামের প্রতিরূপমাত্র!—তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন। ২৫ আর মহাযাজক যেমন প্রতিটি বছর পরের রক্ত নিয়ে পবিত্রধামে প্রবেশ করেন, সেইভাবে খ্রীষ্ট যে অনেক বার নিজেকে উৎসর্গ করবেন, তাও নয়; ২৬ অন্যথা, জগৎপত্তনের সময় থেকে তাঁকে বারবার যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। বরং তিনি একবার মাত্র, এখন, সকল যুগের এই সিদ্ধিকালেই আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পাপ বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। ২৭ আর যেমনটি নিরূপিত আছে যে, মানুষ একবার মাত্র মৃত্যুভোগ করবে আর তারপর বিচার হবে, ২৮ তেমনি বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রীষ্টও কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর, পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

খ্রীষ্টের আত্মবলিদান একমাত্র কার্যকারী বলিদান

১০কারণ বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির নকশারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় বছরের পর বছর ধরে যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম। ২ যদি তার তেমন ক্ষমতা থাকত, তবে সেই সমস্ত যজ্ঞ কি শেষ হত না? কেননা উপাসকেরা একবার, চিরকালের মত, শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠলে পাপ সম্বন্ধে তাদের আর চেতনা থাকত না। ৩ কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞে বছরের পর বছর নতুন করে পাপ স্মরণ করা হয়, ৪ কারণ ষাঁড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, তা সম্ভব নয়। ৫ এজন্যই এই জগতে প্রবেশ করার সময়ে খ্রীষ্ট এই কথা বলেন:

যজ্ঞ ও শস্য-নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি,
বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ;

৬ *আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি,*

৭ *তাই আমি বলেছি: এই যে, আমি এসেছি,*
—শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে—
হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।

৮ তিনি প্রথমে বলেন, যজ্ঞ, শস্য-নৈবেদ্য, আহুতি ও পাপার্থে বলিদান তুমি ইচ্ছা করনি, এবং এগুলিতে প্রসন্নও হওনি—এই সবকিছু এমন, যা বিধান অনুসারে উৎসর্গ করা হয়—৯ পরে তিনি বলে চলেন, এই যে, আমি এসেছি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে। এভাবে তিনি প্রথম ব্যবস্থা বাতিল করছেন, যেন দ্বিতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেন। ১০ আর ঠিক সেই 'ইচ্ছা' গুণেই, যীশুখ্রীষ্টের সেই একবার চিরকালের মত দেহ-নৈবেদ্য গুণেই আমাদের পবিত্র করে তোলা হল।
১১ প্রতিটি যাজক দিনের পর দিন সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য ও সেই একই যজ্ঞ বারবার উৎসর্গ করার জন্য এসে দাঁড়ায়, কারণ সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করতে সক্ষম নয়। ১২ কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে *ঈশ্বরের ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন;* ১৩ আর সেখানে অপেক্ষা করছেন *যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদপীঠ করা না হয়।* ১৪ কেননা যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত

তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন। ১৫ পবিত্র আত্মাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কারণ প্রথমে তিনি
বলেন,

১৬ *এটি হবে সেই সন্ধি*
যা আমি সেই দিনগুলির পরে
ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব
—একথা বলছেন প্রভু:
আমি আমার বিধান তাদের হৃদয়ে রাখব,
তাদের মনের মধ্যেই তা লিখে রাখব।

১৭ *[পরে তিনি বলে চলেন]*
এবং তাদের যত জঘন্য কর্ম আর কখনও মনে আনব না।

১৮ যেখানে এইসব কিছুর ক্ষমা হয়, সেখানে পাপের জন্য নৈবেদ্য আর প্রয়োজন হয় না।

সক্রিয় খ্রীষ্টীয় জীবনধারণের জন্য আহ্বান

১৯ অতএব, ভাই, আমরা যখন যীশুর রক্তগুণে পবিত্রধামে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার পেয়ে আছি,
২০ যখন তেমন নতুন ও জীবন্ত পথ পেয়েছি, যা তিনি নিজেই পরদার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নিজের
মাংসেরই মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছেন, ২১ যখন ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান এক যাজক
আমাদের আছেন, ২২ তখন এসো, আমরা অকপট হৃদয়ে ও বিশ্বাসের পূর্ণতায় এগিয়ে যাই—দোষী
বিবেক থেকে মুক্ত করা হয়েছে এমন হৃদয় নিয়ে, শুদ্ধ জলে স্নাত হয়েছে এমন দেহ নিয়ে এগিয়ে
যাই। ২৩ এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে রাখি, কারণ যিনি
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত; ২৪ এবং এসো, ভালবাসা ও সৎকর্ম সাধনে পরস্পরকে উদ্দীপিত
করার জন্য সচেষ্ট থাকি: ২৫ আমাদের জনসমাবেশ থেকে যেন দূরে না থাকি—ঠিক যেভাবে কেউ
কেউ তা করতে অভ্যস্ত—বরং একে অন্যকে চেতনা দিই, আর তোমরা সেই দিনটি যত বেশি
এগিয়ে আসতে দেখ, তত বেশি এই সকল বিষয়ে তৎপর হও।

২৬ কেননা সত্যের পূর্ণ জ্ঞান পাবার পর যদি আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে পাপ করি, তবে সেই পাপের
জন্য কোন যজ্ঞ আর থাকেই না, ২৭ শুধু থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা ও বিদ্রোহীদের গ্রাসোদ্যত
আগুনের দহন। ২৮ যে কেউ মোশীর বিধান অমান্য করলে যখন *দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার*
প্রমাণে বিনা করুণায় *তার প্রাণদন্ড হয়,* ২৯ তখন ভেবে দেখ, যে কেউ ঈশ্বরপুত্রকে পায়ে মাড়িয়ে
দেয়, সন্ধির যে রক্ত দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোলা হল, তা অপবিত্র বস্তু বলে গণ্য করে, এবং
অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাকে অবজ্ঞা করে, সেই মানুষ আরও কত কঠিন শাস্তির যোগ্যই না হবে! ৩০
কেননা যিনি বলেছেন, *প্রতিশোধ আমারই হাতে! আমিই প্রতিফল দেব!* আরও বলেছেন, *প্রভু*
নিজের জনগণের বিচার করবেন, তাঁকে আমরা জানি। ৩১ জীবনময় ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ঙ্কর
ব্যাপার!

৩২ তোমরা বরং আগেকার সেই দিনগুলির কথা স্মরণ কর, যখন আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর
তোমাদের যন্ত্রণাময় ও ভারী সংগ্রাম সহ্য করতে হয়েছিল—৩৩ কখনও কখনও সকলের চোখের
সামনে নিজেরাই নানা অত্যাচারে ও ক্লেশের হাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে, কখনও কখনও তাদেরই
পাশে দাঁড়িয়েছিলে, যারা এই ধরনের দুর্দশা ভোগ করছিল। ৩৪ কেননা তোমরা বন্দিদের দুঃখকষ্টের
সহভাগী হয়েছিলে, এবং তোমাদের যত সম্পদ যে কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল, তা মনের আনন্দেই মেনে
নিয়েছিলে, কারণ তোমরা জানতে, তোমরা শ্রেয়তর সম্পদের অধিকারী, আর সেই সম্পদ
নিত্যস্থায়ী। ৩৫ তাই তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন

করে। ৩৬ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির
ফল লাভ করতে পার। ৩৭ কারণ

আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ :
যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না।

৩৮ *আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে ;*
কিন্তু সে যদি পিছিয়ে যায়,
তাহলে আমার প্রাণ তার প্রতি প্রসন্ন হবে না।

৩৯ আমরা কিন্তু নিজেদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নই, বরং প্রাণ-রক্ষার জন্য
বিশ্বাসেরই মানুষ।

আমাদের পিতৃপুরুষদের আদর্শ বিশ্বাস

১১বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলো পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি। ২ তেমন
বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রাচীনেরা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ৩ বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগগুলো
ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হয়েছে।
৪ বিশ্বাসে আবেল ঈশ্বরের কাছে কাইনের বলির চেয়ে শ্রেয়তর বলি উৎসর্গ করলেন, এবং এই
ভিত্তিতে তিনি ধার্মিক বলে স্বীকৃতি পেলেন; ঈশ্বর নিজেই তাঁর অর্ঘ্য গ্রহণীয় বলে সপ্রমাণ
করলেন; আবার এই ভিত্তিতে তিনি মৃত হলেও এখনও কথা বলেন।
৫ বিশ্বাসে এনোখ [স্বর্গে] স্থানান্তরিত হলেন, যেন তাঁকে মৃত্যু না দেখতে হয়; *তাঁর কোন সন্ধান
আর পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করলেন।* আসলে স্থানান্তরিত হওয়ার
আগে তাঁর পক্ষে এই সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হয়েছিলেন। ৬ কিন্তু
বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে এগিয়ে যায়, তার বিশ্বাস
করা দরকার যে, ঈশ্বর আছেন, এবং যারা তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দান করেন।
৭ বিশ্বাসে নোয়া, যা কিছু তখনও দেখা যাচ্ছিল না, এমন বিষয়ে ঐশআদেশ পেয়ে ভক্তি-সম্ভ্রমে
নিজের ঘরের লোকজনকে ত্রাণ করার জন্য একটা জাহাজ তৈরি করেছিলেন, এবং তেমন বিশ্বাসের
ভিত্তিতে জগৎকে দোষী বলে সাব্যস্ত করলেন ও সেই ধর্মময়তার অধিকারী হলেন যা বিশ্বাসজনিত।
৮ বিশ্বাসে আব্রাহাম, যখন আহূত হলেন, তখন বাধ্যতা দেখিয়ে সেই দেশে যাত্রা করলেন, যে
দেশকে উত্তরাধিকার রূপে তার পাবার কথা ছিল, এবং কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনে রওনা হলেন।
৯ বিশ্বাসে তিনি সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবাসীর মত বাস করলেন; তাঁবুতেই বাস করছিলেন;
প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাঁর সহউত্তরাধিকারী সেই ইসায়াক ও যাকোবও তেমনি করছিলেন; ১০ কারণ
সেই দৃঢ় ভিত্তি-নগরীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঈশ্বর নিজেই যার স্থপতি ও নির্মাতা।
১১ বিশ্বাসে সারাকেও, তাঁর অতিরিক্ত বয়স হলেও, বংশোৎপাদন করতে সক্ষম করা হল, কারণ
যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেছিলেন। ১২ এজন্যই একজনমাত্র
মানুষ থেকে, এমনকি মৃতই যেন একজন মানুষ থেকে এমন বিপুল বংশধর জন্ম নিল, যারা
সংখ্যায় আকাশের তারকারাজির মত ও সমুদ্রতীরের অগণন বালুকণার মত।
১৩ তাঁরা সকলে বিশ্বাস নিয়ে মরলেন; তাঁরা নিজেরা তো প্রতিশ্রুতির কোন ফল পেলেন না, কিন্তু
দূর থেকে তা দেখতে পেলেন, স্বাগতও জানালেন, আসলে তাঁরা স্বীকার করছিলেন, *পৃথিবীতে
তাঁরা বিদেশী ও প্রবাসী।* ১৪ আর যাঁরা এধরনের কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্টই দেখান যে, তাঁরা একটি
মাতৃভূমির অন্বেষণ করছেন। ১৫ আর যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা যদি সেই দেশেরই

কথা বলতেন, তবে সেখানে ফিরে যাবার সুযোগও পেতেন। ১৬ কিন্তু তাঁরা এখন শ্রেয়তর একটা
দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় সেই দেশের আকাঙ্ক্ষা করছেন। এজন্য ঈশ্বর তাঁদেরই ঈশ্বর বলে অভিহিত
হতে লজ্জা বোধ করেন না; বস্তুত তিনি তাঁদের জন্য একটা নগর প্রস্তুত করেছেন।

১৭ বিশ্বাসে আব্রাহাম *পরীক্ষিত হয়ে ইসায়াককে উৎসর্গ করেছিলেন;* এমনকি, যিনি সমস্ত
প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন, ১৮ যাঁর
বিষয়ে তাঁকে বলা হয়েছিল, *ইসায়াকেই তোমার বংশধরেরা তোমার নাম বহন করবে।* ১৯ তিনি
ভাবছিলেন, ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম; আর এজন্যই তাঁকে দৃষ্টান্ত
রূপে ফিরে পেলেন।

২০ বিশ্বাসে ইসায়াক তখনও ভাবী বিষয় সম্বন্ধে যাকোবকে ও এসৌকে আশীর্বাদ করলেন। ২১
বিশ্বাসে যাকোব মৃত্যুলগ্নে যোসেফের পুত্র দু'জনকে আশীর্বাদ করলেন, এবং *নিজের লাঠির মাথায়
ভর করে প্রণিপাত করলেন।* ২২ বিশ্বাসে যোসেফ জীবনের শেষ দিনগুলিতে ইস্রায়েল সন্তানদের
চলে যাওয়ার কথা উল্লেখ করলেন, এবং নিজের হাড়ের বিষয়ে নির্দেশ দিলেন।

২৩ বিশ্বাসে মোশীর পিতামাতা তাঁর জন্মের পর *তিন মাস ধরে তাঁকে গোপনে রাখলেন,* কেননা
তাঁরা দেখলেন, *শিশুটি সুন্দর;* তাঁরা রাজাজ্ঞায় ভীত হলেন না। ২৪ বিশ্বাসে মোশী বড় হওয়ার পর
ফারাওর কন্যার পুত্র বলে পরিচিত হতে অস্বীকার করলেন; ২৫ পাপে ক্ষণিক সুখ-ভোগের চেয়ে
তিনি বরং ঈশ্বরের জনগণের সঙ্গে নিপীড়ন ভোগ করা শ্রেয় মনে করলেন; ২৬ মিশরের সমস্ত
ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রীষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন, কারণ পুরস্কারের দিকেই
চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন। ২৭ বিশ্বাসে তিনি মিশর ছেড়ে চলে গেলেন: রাজার রোষে ভীত হলেন না।
তিনি অটল থাকলেন; অদৃশ্যমান যিনি, ঠিক যেন তাঁকেই দেখতে পাচ্ছিলেন। ২৮ বিশ্বাসে তিনি
সেই পাস্কা ও সেই রক্ত-সিঞ্চন প্রবর্তন করলেন, যেন প্রথমজাতদের সেই সংহারক দূত তাদের
শিশুদের না স্পর্শ করেন। ২৯ বিশ্বাসে তারা লোহিত সাগর শুষ্ক ভূমির মতই যেন পার হল; কিন্তু
মিশরীয়েরা তেমন চেষ্টা করতে গিয়ে কবলিত হল।

৩০ বিশ্বাসে যেরিখোর নগরপ্রাচীর—তারা সাত দিন তা প্রদক্ষিণ করলে পর—পড়ে গেল। ৩১
বিশ্বাসে বেশ্যা রাহাবকে অবাধ্যদের সঙ্গে প্রাণ হারাতে হল না; সহৃদয়তার খাতিরে সে তো
গুপ্তচরদের নিজের ঘরে গ্রহণ করেছিল।

৩২ এর চেয়ে বেশি আর কি বলব? আমি যে সেই গিদিয়োন, বারাক, সাম্‌সোন, যেফ্‌থা, দাউদ,
সামুয়েল ও নবীদের কাহিনী বলে যাব, সেই সময় এখন আমার নেই। ৩৩ তাঁরা বিশ্বাসগুণে নানা
রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ
করলেন, ৩৪ আগুনের তেজ প্রশমিত করলেন, খড়্গের মুখ এড়ালেন, নিজেদের দুর্বলতা থেকে
পরাক্রম বের করলেন, যুদ্ধে বলবান হলেন, বিদেশী সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। ৩৫ কোন
কোন নারী তাঁদের মৃত প্রিয়জনকে পুনরুত্থান গুণে ফিরে পেলেন। অন্যেরা আবার শ্রেয়তর পুনরুত্থান
পাবার জন্য কারামুক্তি অস্বীকার করে পীড়নযন্ত্রে নিজেদের সঁপে দিলেন। ৩৬ অন্য কেউ আবার
বিদ্রূপ ও কশাঘাত, এমনকি শেকল ও কারাগার ভোগ করলেন: ৩৭ তাঁদের পাথর ছুড়ে মারা হল,
করাত দিয়ে কেটে ফেলা হল, খড়্গের আঘাতে বধ করা হল; তাঁরা মেষ বা ছাগের চামড়া পরে
অভাবী নিপীড়িত অত্যাচারিত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন; ৩৮ এই জগৎ তাঁদের যোগ্য ছিল না,
আর তাঁরা প্রান্তরে প্রান্তরে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় ও পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে গৃহহীন
অবস্থায় পরিভ্রমণ করতেন। ৩৯ অথচ তাঁরা সকলে তাঁদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তম সাক্ষ্য পাওয়া
সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন না, ৪০ যেহেতু ঈশ্বর আমাদের জন্য শ্রেয়তর এমন কিছু স্থির করে
রেখেছিলেন, যেন তাঁরা আমাদের ছাড়া সিদ্ধতা না পান।

স্বয়ং খ্রীষ্টের আদর্শ
পরীক্ষায় সহনশীলতা

১২তেমন বহুসংখ্যক সাক্ষীর বেষ্টনে পরিবেষ্টিত হয়ে, এসো, আমরাও যা কিছু বোঝা হয়ে দাঁড়ায়,
সহজে বাধা সৃষ্টি করে সেই পাপও নামিয়ে দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই দৌড়
দৌড়োই। ২ এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি
তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ ক'রে ক্রুশই মেনে নিয়ে ঈশ্বরের সিংহাসনের *ডান
পাশে আসন নিয়েছেন।* ৩ ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তাঁরই কথা, যিনি পাপীদের তত বড়
বিরোধিতা সহ্য করলেন, যেন তোমরা নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়।

৪ পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তোমরা এখনও রক্তদান পর্যন্ত প্রতিরোধ করনি, ৫ সেই
চেতনা-বাণীও ভুলে গেছ, যা সন্তান বলে উদ্দেশ ক'রে তোমাদের বলা হয়েছিল: *সন্তান আমার,
প্রভুর শাসন তুচ্ছ করো না, তিনি তোমাকে ভর্ৎসনা করলে তুমি নিরাশ হয়ো না;* ৬ *কারণ প্রভু
যাকে ভালবাসেন, তাকে শাসন করেন, সন্তান বলে যাকে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি দেন।* ৭
তোমাদের শাসনের উদ্দেশ্যেই তোমরা কষ্ট পাচ্ছ! ঈশ্বর নিজের সন্তান বলেই তোমাদের সঙ্গে
ব্যবহার করছেন; এমন কোন্ সন্তান আছে, পিতা যাকে শাসন করেন না? ৮ কিন্তু যে শাসন সকলে
পাচ্ছে, তোমরা যদি তা না পাও, তবে তোমরা জারজ, সন্তান নও। ৯ তাছাড়া দেহগত দিক থেকে
যাঁরা আমাদের পিতা, আমরা তাঁদের শাসনে ছিলাম, অথচ তাঁদের সম্মান করতাম; তবে যিনি
আত্মাদের পিতা, আমরা কি আরও বেশি করে তাঁর অনুগত হব না, যেন জীবন পেতে পারি? ১০
ওঁরা তো অল্পদিনের জন্য আমাদের শাসন করতেন—ওঁদের যেভাবে ভাল মনে হত সেভাবে; কিন্তু
ইনি মঙ্গলেরই জন্য, আমাদের তাঁর নিজের পবিত্রতার অংশী করার জন্যই তা করছেন। ১১ অবশ্য,
কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য
দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল। ১২ তাই *তোমরা
শ্রান্ত যত হাত ও অবশ যত হাঁটু সবল কর,* ১৩ এবং *তোমাদের পায় চলার পথ সরল কর,* যেন
ক্ষতগ্রস্ত অঙ্গ গাঁট থেকে খুলে না গিয়ে বরং সেরে ওঠে।

খ্রীষ্টীয় আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ততা

১৪ সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চেষ্টা কর; পবিত্রতারও অন্বেষণ কর, কেননা তা ছাড়া কেউই
প্রভুকে দেখতে পাবে না; ১৫ সতর্ক হয়ে দেখ, কেউই যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হয়,
তিক্ততার কোন শিকড় গজে উঠে তা যেন অমিলের কারণ না হয়, যার ফলে অনেকে দূষিত হয়ে
পড়ে; ১৬ সাবধান, যেন দুশ্চরিত্র বা ধর্মহীন কেউ না থাকে, ঠিক সেই এসৌয়ের মত, যে এক থালা
খাবারের জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল। ১৭ তোমরা তো জান, এর পরে যখন সে আশীর্বাদের
অধিকারী হতে চাইল, তখন তাকে অগ্রাহ্য করা হল, আর চোখের জলে মিনতি করলেও সে সেই
সিদ্ধান্ত ফেরাবার কোন উপায় পেল না।

১৮ আসলে তোমরা এমন কিছুর কাছে এগিয়ে আসনি, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য: সেই জ্বলন্ত আগুনের
কাছেও নয়, সেই অন্ধকার, সেই ঘন তমসা বা সেই ঘূর্ণিঝড়ের কাছেও নয়, ১৯ সেই তূরিধ্বনি ও
সেই কণ্ঠের শব্দের কাছেও নয়, যা শুনে সেই লোকেরা সকলে অনুরোধ করল, যেন তাদের কাছে
আর কোন কথা শোনানো না হয়, ২০ কারণ এই দেওয়া আদেশ তারা সহ্য করতে পারছিল না, যা
অনুসারে *কোন পশু যদি পর্বত স্পর্শ করে, তাকেও পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হবে!* ২১ আর সেই দৃশ্য
সত্যিই এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশী বললেন, *আমার ভয় করছে!* আমি কাঁপছি। ২২ কিন্তু তোমরা
এগিয়ে গিয়ে যার সম্মুখীন হয়েছ, তা হল সেই সিয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বরের সেই নগরী, সেই

স্বর্গীয় যেরুসালেম, লক্ষ লক্ষ দূতবাহিনীর সেই উৎসব-সমাবেশ, ২৩ স্বর্গীয় তালিকাভুক্ত সেই
প্রথমজাতদের মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, সিদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকদের আত্মা, ২৪ নবীন
এক সন্ধির সেই মধ্যস্থ স্বয়ং যীশু এবং সিঞ্চনের সেই রক্ত, যা আবেলের রক্তের চেয়ে মহত্তর বাণী
ঘোষণা করে থাকে।
২৫ সুতরাং দেখ, তিনি কথা বললে তোমরা যেন শুনতে অস্বীকার না কর, কারণ যিনি পৃথিবীতে
আদেশবাণী জারি করছিলেন, তাঁর কথা শুনতে অস্বীকার করার ফলে যখন ওই লোকেরা রেহাই
পেল না, তখন যিনি স্বর্গ থেকে কথা বলছেন, তাঁর প্রতি পিঠ ফেরালে আমরা যে রেহাই পাব না,
তা আরও কতই না সুনিশ্চিত। ২৬ সেসময় তাঁর কণ্ঠস্বর পৃথিবীকে কম্পান্বিত করেছিল, কিন্তু এখন
তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *আমি আর একবার শুধু পৃথিবীকে নয়, আকাশমণ্ডলকেও কম্পান্বিত
করব।* ২৭ এখানে 'আর একবার' বলতে এই কথা বোঝায় যে, যা কিছু কম্পমান, তা নির্মিত বিধায়
একসময় সরিয়ে ফেলা হবে, যা কিছু কম্পমান নয়, তা-ই যেন স্থায়ী থাকে। ২৮ সুতরাং, যেহেতু
আমরা উত্তরাধিকার রূপে এমন রাজ্য পাচ্ছি যা কম্পমান নয়, সেজন্য এসো, কৃতজ্ঞতা দেখাই ও
তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে এমন উপাসনা-কর্ম অর্পণ করি, যা তাঁর গ্রহণীয়; ২৯ কেননা আমাদের
ঈশ্বর *সর্বগ্রাসী আগুনের মত।*

শেষ বাণী

১৩ভ্রাতৃপ্রেম সাধনা করে চল। ২ অতিথিসেবা ভুলে যেয়ো না; কেননা তা পালন ক'রে কেউ কেউ
না জেনে স্বর্গদূতদেরও প্রতি আতিথেয়তা করেছেন। ৩ কারারুদ্ধদের কথা মনে রেখ, তোমরাও ঠিক
যেন তাদের সঙ্গে কারারুদ্ধ; নিপীড়িতদের কথাও মনে রেখ, যেহেতু তোমরা নিজেরাও মরদেহে
আছ। ৪ সকলে যেন বিবাহবন্ধন সম্মান করে, বিবাহ-শয্যা যেন কোন কলঙ্কে কলুষিত না হয়;
কেননা ঈশ্বর নিজেই দুশ্চরিত্র ও ব্যভিচারীদের বিচার করবেন। ৫ তোমাদের আচার-আচরণে যেন
কৃপণতা দেখা না দেয়; তোমাদের যা কিছু আছে, তা নিয়ে তুষ্ট থাক, কারণ তিনি নিজেই
বলেছেন, *আমি তোমাকে কখনও একা ফেলে রাখব না, তোমাকে কখনও পরিত্যাগ করব না।* ৬
তাই আমরা ভরসার সঙ্গে বলতে পারি: *প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করব না, মানুষ আমাকে
কীবা করতে পারে?*
৭ যারা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন, তোমাদের সেই ধর্মনেতাদের কথা মনে
রেখ। তাঁদের জীবনের পরিণাম চিন্তা ক'রে তাঁদের বিশ্বাস অনুকরণ কর। ৮ যীশুখ্রীষ্ট এক-ই
আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল। ৯ নানা ধরনের বিচিত্র মতবাদের আকর্ষণে পথভ্রান্ত হয়ো না,
কেননা শক্তি যোগাবার জন্য খাদ্যের চেয়ে অনুগ্রহের উপরেই অবলম্বন করা হৃদয়ের পক্ষে ভাল;
বস্তুত খাদ্য সংক্রান্ত বিধিনিয়ম যারা পালন করেছে, তাদের কোন উপকার হলই না। ১০ আমাদের
এক যজ্ঞবেদি আছে, আর যারা তাঁবুর সেবক, আমাদের যজ্ঞপ্রসাদ খাবার অধিকার তাদের নেই; ১১
কারণ মহাযাজক যে সব প্রাণীর রক্ত প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্রধামের ভিতরে নিয়ে
যান, সেইসব প্রাণীর দেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ১২ এজন্য, নিজের রক্ত দ্বারা
জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য যীশুও নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন। ১৩ সুতরাং
এসো, আমরা তাঁর সেই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই। ১৪ কেননা
এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন
আসবার কথা। ১৫ অতএব এসো, আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিত্যই উৎসর্গ করি
স্তুতি-বলিদান, অর্থাৎ সেই ওষ্ঠেরই ফল, যে ওষ্ঠ স্বীকার করে তাঁর নাম।
১৬ দয়াকর্ম ভুলে যেয়ো না, পরকে তোমাদের সম্পদের সহভাগী করতেও ভুলে যেয়ো না, কারণ

তেমন বলিদানেই ঈশ্বর প্রীত। ১৭ তোমরা তোমাদের ধর্মনেতাদের প্রতি বাধ্য থাক, তাঁদের অনুগত
থাক, কারণ হিসাব দিতে হবে বিধায়ই তাঁরা তোমাদের প্রাণের রক্ষার জন্য সজাগ থাকেন; সুতরাং
বাধ্য থাক, যেন তাঁরা মনের আনন্দেই এই কাজ করতে পারেন, দুঃখের সঙ্গে নয়; নইলে
তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে।

১৮ আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; আমরা এতে নিশ্চিত আছি যে, আমাদের বিবেক নির্মল, কারণ
সব দিক দিয়ে সদাচরণ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। ১৯ বিশেষভাবে এবিষয়েই প্রার্থনা করতে তোমাদের
অনুরোধ করেছি, যেন আমাকে আরও শীঘ্রই তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

২০ শান্তিবিধাতা ঈশ্বর, *যিনি চিরন্তন সন্ধির রক্তগুণে মেষগুলির সেই মহান পালককে,* আমাদের
প্রভু যীশুকে, মৃতদের মধ্য থেকে ফিরিয়ে আনলেন, ২১ তিনি মঙ্গলকর সবকিছুতে তাঁর ইচ্ছা পালন
করতে তোমাদের দীক্ষিত করে তুলুন; তাঁর কাছে যা প্রীতিকর তা তিনি আমাদের অন্তরে সম্পন্ন
করুন যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

বিদায় ও আশীর্বাদ

২২ ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি, এই চেতনা-বাণী স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর; এজন্যই আমি
তোমাদের সংক্ষেপে কিছু লিখলাম। ২৩ জেনে নাও, আমাদের ভাই তিমথি কারামুক্তি পেয়েছেন;
তিনি শীঘ্র এলে তবে আমি যখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন তিনিও সাথে থাকবেন।

২৪ তোমাদের সকল ধর্মনেতাকে ও সকল পবিত্রজনকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ইতালির সকলে
তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

২৫ অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।